সমোচ্চারিত শব্দ ২১

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ আছে যেগুলো উচ্চারণের দিক থেকে প্রায় একরকম, কিন্তু অর্থের দিক থেকে সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এসব জোড়া শব্দের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। বানানে যেমন এদের পার্থক্য আছে, তেমনি অর্থের পার্থক্য এদের মধ্যে বিশিষ্টতা এনেছে। বানান ও অর্থের দিক থেকে সচেতন হলে এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা যাবে। ভাষা অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাময় করার জন্য এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে।

অনু—পশ্চাৎ
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ

অনুপ—উপমাহীন
অনূপ—জলা, বিল

অনিষ্ট—ক্ষতি
অনিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন

অংশ—ভাগ
অংস—কাঁধ

অন্য—অপর
অন্ন—ভাত

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ

অশ্ম—প্রস্তর
অশ্ব—ঘোড়া

অসক্ত—আসক্তিহীন, অসংলগ্ন
অশক্ত—অসমর্থ

অপচয়—ক্ষতি
অবচয়—চয়ন

অবদান—সৎকর্ম
অবধান—মনোযোগ

অনিল—বাতাস
অনীল—যা নীল রঙের নয়

অনুদিত—যা উদিত হয়নি
অনূদিত—ভাষান্তরিত

অভ্যাস—শিক্ষা
অভ্যাশ—নিকট

অভি—উপসর্গ বিশেষ
অভী—ভয়হীন

অবধ্য—বধের অযোগ্য
অবদ্য—অকথ্য, নিন্দনীয়

আসন—বসার স্থান
অশন—আহার

অন্ত—শেষ
অন্ত্য—যা শেষে আছে

অন্যোন্য—পরস্পর
অন্যান্য—অপরাপর

অন্যপুষ্ট—কোকিল
অন্নপুষ্ট—ভোজনপুষ্ট

অবিরাম—অনবরত
অভিরাম—সুন্দর

অভিহিত—কথিত
অবিহিত—অন্যায়

অবিনীত—উদ্ধত
অভিনীত—যা অভিনয় করা হয়েছে

অজগর—বড় সাপ
অজাগর—নিদ্রা

অপগত—দূরীভূত
অবগত—জানা

আদি—মূল
আধি—মনোকষ্ট

আশা—ভরসা
আসা—আগমন

আপন—নিজের
আপণ—দোকান

আবাস—বাসস্থান
আভাস—ইঙ্গিত

আহুতি—হোম
আহূতি—আহবান

আষাঢ়—মাসের নাম
আসার—বর্ষণ

আশি—৮০ সংখ্যা
আশী—বিষদাঁত

আবরণ—আচ্ছাদন
আভরণ—অলংকার

ইতি—শেষ
ঈতি—কৃষিতে উপদ্রব

উদ্যত—প্রস্তুত
উদ্ধত—অবিনীত

উপাদান—উপকরণ
উপাধান—বালিশ

ওষধি—একবার ফল দেয় যে গাছ
ঔষধি—ঔষধী

কালি—লেখার কালি
কালী—দেবীর নাম

কুল—বংশ
কূল—নদীর তীর

কূট—পর্বত
কুট—কপট

কটি—কোমর
কোটি —শত লক্ষ

কৃত—যা করা হয়েছে
ক্রীত—যা ক্রয় করা হয়েছে

কৃতি—কর্ম, রচনা
কৃতী—কৃতকার্য, কর্মকুশল

কোণ—জ্যামিতির কোণ
কোন—কিছু, কে

কৃত্ত—ছিন্ন
কৃত্য—কার্য

করি—সম্পন্ন করি
করী—হাতি

কতক—কিছু
কথক—যে কথা বলে

কুজন—খারাপ লোক
কূজন— পাখির ডাক

কমল—পদ্ম
কোমল—নরম

কপাল—ললাট
কপোল—গাল

কুশাসন—কুশনির্মিত আসন
কু-শাসন—খারাপ শাসন

খাদি—খদ্দর
খাদী—ভক্ষক

খুর—পশুর পায়ের তলদেশ
ক্ষুর—কামানোর অস্ত্র

গণ্ডি—চৌহদ্দি
গণ্ডী—ধনুক

গুলি—অনেক
গুলী—বন্দুকের ছর্‌রা

গিরিশ—মহাদেব
গিরীশ—হিমালয়

গোলক—গোলাকার বস্তু
গোলোক—বৈকুণ্ঠ

গোচর—প্রত্যক্ষ
গো-চর—গোচারণ ক্ষেত্র

চারি—চার সংখ্যা
চারী—বিচরণকারী

চির—দীর্ঘকাল
চীর—ছিন্নবস্ত্র

চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠ পাখি

চিত্ত—মন
চিতা—অগ্নি

চূত—আম
চ্যুত—ভ্রষ্ট

চতুর—চালাক
চতুঃ/চতুর,—চার

ছত্রি—নৌকার ছই
ছত্রী—ছত্রধারী

জড়—অলস, অ-জীব
জ্বর—রোগ

জাম—ফল
যাম—প্রহর

জাত—উৎপন্ন
যাত—গত

জালা—বড় পাত্র
জ্বালা—আগুনের ঝলকা, যন্ত্রণা

জাল—ফাঁদ
জ্বাল—আগুনের তাপ বা আঁচ

জীব—প্রাণী
জিব—জিহ্বা

জ্যোতিঃ—আলোক, দীপ্তি
যতি—ছেদ চিহ্ন

টিকা—কয়লার গুঁড়ার প্রস্তুত টিকা
টীকা—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

ঢুলি—মাথা দোলাই
ঢুলী—ঢোলবাদক

তদীয়—তার
ত্বদীয়—তোমার

তুলা—তুলনা
তূলা—কার্পাস তূলা

তুণ্ড—(জীবজন্তুর) মুখ
তুন্দ—জঠর

তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ
তথ্য—জ্ঞাতব্য বিষয়

তেজি—বেশি দাম
তেজী—বলবান

তরণী—নৌকা
তরুণী—যুবতী

দর্প—গর্ব
দর্ভ—(কুশ, কাশ, দুর্বা প্রভৃতি) তৃণ

দার—পত্নী
দ্বার —দরজা

দারা—পত্নী
দ্বারা—দিয়ে

দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদ
দাঁড়ী—নৌকার দাঁড় চালক

দিন—দিবস
দীন—দরিদ্র

দীপ—প্রদীপ
দ্বীপ—পানিবেষ্টিত স্থান

দূত—চর
দ্যূত—পাশাখেলা

বিষ—গরল
বিশ—কুড়ি
বিস—মৃণাল

বেদ—ধর্মগ্রন্থ
বেধ—গভীরতা

বৃন্ত—বোঁটা
বৃন্দ—সমূহ

বিজন—নির্জন
বীজন—বাতাস দেওয়া

বাদি—ফরিয়াদি
বাদী—বক্তা, মতাবলম্বী

বালি—বালু
বালী—কিষ্কিন্ধ্যার রাজা

বাসি—টাটকা নয়
বাসী—বসবাসকারী

বিচি—বীজ
বীচি—ঢেউ

বিস্মিত—অবাক হওয়া
বিস্মৃত—ভুলে যাওয়া

বেশি—অনেক
বেশী—বেশধারী

ব্যসন—কামজ ও কোপজ দোষ
বসন—বস্ত্র

ভান—দীপ্তি, শোভা
ভাণ—ছল

ভাষণ—উক্তি
ভাসন—দীপ্তি

ভারি—খুব
ভারী—ভারবাহক, বেশি ওজনের

ভিত—বনিয়াদ
ভীত—শঙ্কিত

মন—চিত্ত
মণ—চল্লিশ সের

মাস—ত্রিশ দিন
মাষ—কলাই

মানি—মান্য করি
মানী—সম্মানযোগ্য

মুখ—বদন
মূক—বোবা

মরা—মৃত, প্রাণত্যাগ করা
মড়া—মৃতদেহ

মারি—আঘাত করি
মারী—মহামারী

মেদ—চর্বি
মেধ—যজ্ঞ

মতি—বুদ্ধি
মোতি—মুক্তা

মুলি—বাঁশ
মূলি—মোড়কযুক্ত

মূর্খ—জ্ঞানহীন
মুখ্য—প্রধান

মিলন—সংযোগ
মীলন—(চোখের পাতা) মুদ্রিতকরণ, বোঝান
মোড়ক—আচ্ছাদন
মড়ক—মহামারী

যতি—বিরাম
যতী—তপস্বী

রতি—আসক্তি

রথী—রথারোহী

রচক—রচয়িতা

রোচক—উপভোগ্য

রিক্ত—শূন্য

রিক্থ—সম্পদ

শুচি—পবিত্র
সূচি—তালিকা

শালি—হেমন্তের ধান
শালী—যুক্ত

শীল—চরিত্র, কৌলীন্য, মর্যাদা
শিল—নুড়ি

শন—তৃণবিশেষ
সন—বৎসর

লক্ষ—সংখ্যা
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য

লব্ধ—লাভ করা হয়েছে এমন
লুব্ধ—আকৃষ্ট

লক্ষণ—চিহ্ন
লক্ষ্মণ—রামের ভাই

শব—মৃতদেহ
সব—সকল

শম—শান্তি
সম—সমান

শর—তীর
সর—দুধের উপরিভাগ

শূর—বীর
সুর—গানের সুর

শক্ত—কঠিন
সক্ত—আসক্ত

শয্যা—বিছানা
সজ্জা—সাজ

শিখি—শিক্ষা করি
শিখী—ময়ূর

শিষ—শিখা
শীষ—শস্যের মঞ্জরী

শুক—টিয়া
শূক—শূঁয়া

সিতা—চিনি
সীতা—রামের স্ত্রী

সুত—পুত্র
সূত—জাত

দৃপ্ত—বলিষ্ঠ
দীপ্ত—উজ্জ্বল

দেশ—রাজ্য
দ্বেষ—হিংসা

দুকুল—রেশমী বস্ত্র, দুই বংশ
দুকূল—দুই তীর

ধরা—পৃথিবী
ধড়া—কটি বস্ত্র

ধনী—ধনবান
ধ্বনি—শব্দ
ধনি—সুন্দরী, যুবতী

ধাতৃ—বিধাতা
ধাত্রী—ধাই

ধারি—সরু বারান্দা
ধারী—ধারালো

ধুম—প্রাচুর্য
ধূম—ধোঁয়া

নাশ—ধ্বংস
নাস—নস্য

নাকি—নয় কি প্রশ্ন
নাকী—অনুনাসিক

নিতি—রোজ
নীতি—নিয়ম

নীর—পানি
নীড়—পাখির বাসা

নিত্য—প্রতিদিন
নৃত্য—নাচ

নিচ—নিম্ন
নীচ—হীন

নির্জর—দেবতা
নির্ঝর—ঝরণা

নিশিত—ধারাল
নিশীথ—গভীর রাত

নিরাশ—আশাহীন
নিরাস—দূর করা

নিবার—নিষেধ করা
নীবার—ধান-বিশেষ

নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন
নিরস্ত—ক্ষান্ত

নিধান—আধার
নিদান—শেষ, মূল কারণ

নিরসন—দূরীকরণ
নিরশন—অনাহার

নিরাকার—আকারহীন
নীরাকার—পানির আকার

পক্ষ—পনের দিন, পাখির ডানা
পক্ষ্ম—চোখের লোম

পিঠ—পৃষ্ঠ
পীঠ—বেদী, প্রতিষ্ঠান

পুত—পুত্র
পূত—পবিত্র

পরা—পরিধান
পড়া—পাঠ

পদ্য—কবিতা
পদ্ম—কমল

পুরি—আটার লুচি
পুরী—ভবন, নগরী

পৃষ্ঠ—পিঠ
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত

পাণ (পান-এর বর্জিত বানান)—পাতা
পান—পান করা

পরশ্ব—পরশু
পরস্ব—পরের ধন

প্রকার—রকম
প্রাকার—প্রাচীর

প্রকৃত—যথার্থ
প্রাকৃত—ভাষাবিশেষ

প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—বড় দালান

পুরুষ—নর
পরুষ—কঠোর

পালখ—পাখির ডানার অংশ
পালক—যিনি পালন করেন

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—অধ্যায়

পরভৃত—কোকিল
পরভৃৎ—কাক

প্রভাতি—প্রভাতের গান
প্রভাতী—প্রভাতকালীন

বর্ষা—ঋতু
বর্শা—অস্ত্র

বল—শক্তি
বল—খেলার উপকরণ

বন্দি—বন্দনা করি
বন্দী—কয়েদী

বর্তি—প্রদীপ, সলিতা
বর্তী—বিদ্যমান

বান—বন্যা
বাণ—শর

বলি—নৈবেদ্য
বলী—বলয়ান

বন্ধ—বন্ধন
বন্ধ্য—নিষ্ফল

বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাদ্যযন্ত্র

বাণী—কথা
বানি—স্বর্ণকারের মজুরি

বাজি—ভেলকি
বাজী—ঘোড়া

বিত্ত—সম্পত্তি
বৃত্ত—গোলাকার

সুতি—কার্পাস সুতায় বোনা
সূতি—প্রসব, জন্ম

সুচি—সুই
সূচি—তালিকা

সূরি—কবি
সূরী—জ্ঞানী

শীত—ঋতুবিশেষ
সিত—সাদা

শ্বশ্রূ—শাশুড়ি
শ্মশ্রু—দাড়ি

শান্ত—ধীর
সান্ত—সসীম

সত্ত্ব—গুণ
স্বত্ব—আপন অধিকার

সাড়া—সংকেত, উত্তর
সারা—সমগ্র, সমাপ্ত

সূর—সূর্য
সুর—দেবতা, গানের সুর

সূতা—কন্যা
সুতা—সূত্র

শবল—চিত্রিত, নানা বর্ণযুক্ত
সবল—শক্তিমান

শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—মনে করা

শিকার—মৃগয়া
স্বীকার—মেনে লওয়া

শিকড়—গাছের মূল
শীকর—জলকণা

শ্রবণ—কর্ণ
স্রবণ—ক্ষরণ

শাল—গাছের নাম
সাল—বৎসর

স্বর্গ—দেবতার বাসস্থান
সর্গ—অধ্যায়

সুত—পুত্র
সূত—সারথি

সার্থ—ধনবান
স্বার্থ—নিজ প্রয়োজন

স্তম্ব—ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা
স্তম্ভ—থাম

সহিত—সাথে
স্ব-হিত—নিজ কল্যাণ

সলিল—জল
সলীল—লীলাযুক্ত

সাক্ষর—শিক্ষিত
স্বাক্ষর—নামসই

হর্ম্য—অট্টালিকা
হর্ম—হাই তোলা

হরিদ্রা—হলুদ
হরিৎ—সবুজ বর্ণ

হুতি—হোম, যজ্ঞ
হূতি—আহবান

হালি—চারটির একক
হালী—কৃষক, মাঝি

সমোচ্চারিত শব্দে অর্থভেদ বোঝাতে প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ

কি (অব্যয়)

১. তুমি কি তাকে বলেছ যে আমি যাব না ?
(সংশয়সূচক প্রশ্ন)
২. কি ছেলে কি বুড়ো সবাই এসেছে। (কিংবা অর্থে)
৩. এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করছ কি ?
৪. ওটা বিশ্রী ! তাতে তোমার কি ?
৫. বসে থেকে কাজ কি ?
৬. ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা আর কি !
৭. জিনিসটা ভাল কি মন্দ, জানি না।

কী (সর্বনাম / বিশেষণ)

১. তুমি তাকে কী বলেছ ? (কোন্ কথা)
২. কী ছেলেরে বাবা ! (কেমন)
৩. এ ব্যাপারে কী সন্দেহ করছ ?
৪. কী বিশ্রী জিনিস !
৫. কী কাজে লাগবে, বুঝে উঠতে পারছি না।
৬. ভাবছি, কী দশা যে ঘটবে।
৭. কী জিনিস চাই ?

তৈরি (ক্রিয়া)

১. যেভাবে বললাম, সেভাবে এটা তৈরি করে নিয়ে এস।
২. ঠিক সময়ে যদি তৈরি করা না হয় তো
সব দোষ তোমার ঘাড়ে পড়বে।
৩. তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, ঠিক সময়ে
আমাদের বেরোতে হবে।

তৈরী (বিশেষণ)

১. আহা, এত কষ্টের তৈরী জিনিসটা এভাবে নষ্ট হল ?
২. ওটা তো দর্জির দোকান নয়, ওখানে তৈরী পোশাক বিক্রি হয়।
৩. আমি তৈরী, তুমি বরং ঝটপট হাতের কাজগুলো সেরে ফেল।

অনুশীলনী

১। অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করে বাক্য রচনা কর ঃ

চির, চীর ; শুচি, সূচি ; নিশিত, নিশীথ ; তথ্য, তত্ত্ব ; অশ্ব, অশ্ম ; যতি, যতী ; শকল, সকল ; শ্রবণ, স্রবণ ; বর্ষা, বর্শা ; শীত, সিত ; নিরসন, নিরশন ; অবিহিত, অভিহিত ; দ্বীপ, দীপ ; অন্ন, অন্য ; অংশ, অংস ; নীড়, নীর ; শব, সব ; বাণ, বান ; কতক, কথক ; সর্গ, স্বর্গ ; স্মরণ, শরণ ; সুত, সূত ; প্রসাদ, প্রাসাদ ; লক্ষ্য, লক্ষ ; প্রকার , প্রাকার ; স্বাক্ষর, সাক্ষর; অনু, অণু ; অবদান, অবধান ; কুল, কূল ; আসা, আশা ; তরণী, তরুণী।

২। সুস্পষ্ট অর্থবোধক বাক্য রচনা করে নিম্নলিখিত যে-কোন পাঁচটি শব্দযুগলের মধ্যে অর্থের পার্থক্য দেখাও ঃ

অনন্য—অন্যান্য ; অপগত—অবগত ; অর্তি—অর্থী ; আবৃতি—আবৃত্তি ; আসক্তি—আসক্তি ; কপাল—কপোল ; কোমল—কমল ; গোলক—গোলোক।

৩। সুস্পষ্ট অর্থবোধক বাক্য রচনা করে নিম্নলিখিত যে-কোন পাঁচটি শব্দযুগলের মধ্যে অর্থের পার্থক্য দেখাও ঃ

অশন—আসন ; অবদান—অবধান ; অবদ্য—অবধ্য ; অবহিত—অবিহিত ; আর্ত্ত—আর্ত ; কৃতি—কীর্তি ; তত্ত্ব—তথ্য ; দূতী—দ্যুতি।

৪। সুস্পষ্ট অর্থবোধক বাক্য রচনা করে নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটি কথা-যুগলের মধ্যে অর্থের পার্থক্য দেখাও ঃ

অন্ন—অন্য ; অকিঞ্চন—আকিঞ্চন ; উপাদান—উপাধান ; আবরণ—আভরণ ; উদ্যত—উদ্ধত ; ওষধি—ঔষধি ; কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন ; চির—চিড় ; মন রাখা—মনে রাখা ; কট করা—কট কট করা।